Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform
Brief
অক্টোবর ২০১৮ সংখ্যা ১৫

কমিউনিটি রেডিও
যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের এক অনন্য মাধ্যম

যুব সম্মেলন ২০১৮
বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০
তারুণ্যের প্রত্যাশা

১৪ অক্টোবর ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ

এই ব্রিফটি *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ* আয়োজিত "যুব সম্মেলন ২০১৮ – বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা" উপলক্ষে প্রকাশিত।

বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) ২০০০ সাল থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার, সুশাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিও চালু করার জন্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে আসছে। দীর্ঘ ১০ বছর বিরামহীন আলোচনা ও নীতি নির্ধারকদের সদিচ্ছার ফলে আজ দেশের গ্রামীণ জনপদে কমিউনিটি রেডিও চালু হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কমিউনিটি রেডিওর মূল প্রভাব

- জনগণের দোরগোড়ায় স্থাপিত এই গণমাধ্যম দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিজেদের কথা সরাসরিভাবে বলার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। ফলে তৈরি হয়েছে কণ্ঠহীনদের সোচ্চার হওয়ার সুযোগ, তাদের কথা শোনার সুযোগ।
- এই নতুন গণমাধ্যম সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে তথ্য ও যোগাযোগের অধিকার দিয়েছে।
- সুশাসন নিশ্চিতকরণে জনপ্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে জনসাধারণের সংলাপের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান খাতগুলোর সঙ্গে জনসাধারণের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' ও 'রোয়ানু'র সময় উপকূলীয় অঞ্চলের কমিউনিটি রেডিওর ভূমিকা সকল মহলে প্রশংসিত হয়। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সর্বশেষ খবর জানার ক্ষেত্রে উপকূলের মানুষের প্রধান উৎস ছিল কমিউনিটি রেডিও।

কমিউনিটি রেডিও ইতিমধ্যে ভিন্ন ধারার গণমাধ্যম হিসেবে নিজস্ব জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত কমিউনিটি রেডিওর সংখ্যা ৩২টি। এর মধ্যে সম্প্রচারে আছে ১৭টি রেডিও। সম্প্রচারে থাকা রেডিওগুলোতে কাজ করছে প্রায় এক হাজার তরুণ ও তরুণী। তাদের মধ্যে প্রায় ৫৪ শতাংশ তরুণ আর ৪৬ শতাংশের বেশি তরুণী। কমিউনিটি রেডিওগুলো বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন ১৪৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, লৈঙ্গিক সমতা, মানবাধিকার রক্ষা, সমাজের দলিত ও অনগ্রসর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যুতে সম্প্রচারিত এ সকল রেডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় তরুণ সমাজ জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কমিউনিটি রেডিওতে যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

কমিউনিটি রেডিওকে তারুণ্যের গণমাধ্যম বলা হয়ে থাকে। সম্প্রতি বিএনএনআরসি'র উদ্যোগে আয়োজিত কমিউনিটি রেডিও শ্রোতা জরিপে দেখা গেছে, কমিউনিটি রেডিওগুলোতে সম্প্রচারকারী ও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যারা কাজ করছেন, তাদের মধ্যে

আছে স্থানীয় কলেজের শিক্ষার্থী, সমাজের বিভিন্ন প্রান্তিক শ্রেণি ও পেশার যুব সম্প্রদায়। এ সকল সম্প্রচারকারী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেরাই সংবাদ ও অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ, অনুষ্ঠান নির্মাণ, শব্দ সম্পাদনা ও উপস্থাপনার কাজ করে থাকেন। এ ছাড়া কমিউনিটি রেডিওর শ্রোতাদের ৫২ শতাংশের বয়স ১৮-৩০ বছরের মধ্যে। জরিপে পেশা ভিত্তিক বিশেষণে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরাই (৪৩ শতাংশ) কমিউনিটি রেডিওর মূল শ্রোতা। কমিউনিটি রেডিওতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান, ক্ষমতায়ন ও রেডিও অনুষ্ঠানে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত হচ্ছে:

অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ক্ষেত্র তৈরি

দেশের মূলধারার গণমাধ্যমে দলিত তথা সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে নিয়ে সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ হয় খুবই কম। তাদের সমস্যা নিয়ে প্রতিবেদন চোখে পড়ার মতো নয়। এ রকম বাস্তবতায় দেশে চলমান কমিউনিটি রেডিওর সবগুলোতেই কমবেশি দলিত ও পিছিয়ে পড়া অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষকে নিয়ে, যেমন হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। রেডিওর সম্প্রচারকারী যেহেতু স্থানীয় এ সকল দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা মানুষ, ফলে তারা সহজেই নিজ সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করেন। তারা সমাজের মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারেন। স্থানীয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, সংস্কৃতির বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারেন। যাপিত জীবনের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজেন তারা। বিএনএনআরসির কমিউনিটি মিডিয়া ফেলোশিপ কর্মসূচির মাধ্যমে দলিত, বেদে, হিজড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মোট ৯৪ জন তরুণ ও তরুণী রেডিওতে যুক্ত আছেন।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর তরুণ ও তরুণীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ

রেডিওতে কাজ করার সুবাদে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দলিত সম্প্রদায়ের তরুণ ও তরুণী সম্প্রচারকারীরা সামাজিক স্বীকৃতি পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, স্থানীয় পর্যায়ের রেডিওতে কাজ করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তৃণমূলের তরুণ ও তরুণীরা মূলধারার গণমাধ্যমের কর্মী হয়ে উঠছেন। এদের অনেকেই এখন বিভিন্ন টেলিভিশন, রেডিও বা সংবাদপত্রের ঢাকা অফিসে কাজ করছেন। স্থানীয় মানুষের ভাষায় তাদের সুখ-দুঃখের গল্প তুলে আনায় অনেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা পেয়েছেন। দেশে বর্তমানে কমিউনিটি রেডিও থেকে মূলধারার রেডিও/টিভিতে কর্মরত গণমাধ্যমকর্মীর সংখ্যা ৩৪ জন, যাদের গণমাধ্যম সম্পর্কিত কাজের হাতেখড়ি বা চর্চা শুরু হয়েছিল কোনো না কোনো কমিউনিটি রেডিওতে।

স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোকে প্রভাবিতকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা

রেডিওর সম্প্রচারকারীরা অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন, হিজড়া, প্রতিবন্ধী, দলিত জনগোষ্ঠী ও অবহেলিত নারী ও শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যেসব সেবা ও সুযোগ বরাদ্দ রয়েছে, সেসব নিয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকেন। যেমন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ভাতা, হিজড়া ভাতা, অবসরকালীন জেলেদের ভাতা, বেদে, হিজড়া ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কার্যক্রম ইত্যাদি। এ ছাড়া ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কার্ড ও ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কার্ড, মাতৃত্বকালীন ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তাদের অবহিত করেন। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও ফলোআপের মাধ্যমে উক্ত জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রাপ্তিতে সহায়তা করছেন তারা। উদাহরণ হিসেবে এখানে দুটি ঘটনা বা কেস উল্লেখ করা হলো-

'সবাইকে আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুঁজে বের করেছি। তাদের অসহায়ত্বের কথা শুনেছি। তারপর নিজ হাতে বয়স্কভাতা ও শিক্ষাবৃত্তির ফরম পূরণ করে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে সমাজসেবা কার্যালয়ে পৌঁছে দিয়েছি। শুধু তাই নয়, যাতে সকল আবেদনকারী দ্রুত এই সুবিধা পায়, সে জন্য নিয়মিতভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। যার ফলে পলাশবাড়ি উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের রবিদাস সম্প্রদায়ের মোট ২৬ জন বয়স্ক নারী নগদ ৫ হাজার টাকাসহ বয়স্ক ভাতা ও ৯ জন এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এককালীন শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছে। আগামী ১০ বছর এই বয়স্ক মানুষেরা সর্বমোট ১৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা ভাতা পাবেন'। বলছিলেন-সুচরিতা রানি রবিদাস, সম্প্রচারকারী, রেডিও সারা বেলার, গাইবান্ধা।

অন্যদিকে বরেন্দ্র রেডিও (নওগাঁ) প্রতিবেদক সুব্রত হালদার বলছিলেন, 'শারীরিক প্রতিবন্ধিতা সত্ত্বেও নীরব প্রতিবন্ধী ভাতা পায়নি—এই শিরোনামে একটি ফিচার সম্প্রচার করি। ফিচারটি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নওগাঁয় দায়িত্বপ্রাপ্ত এই কর্মকর্তা আমাকে ফোন করেন এবং নীরব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেন। কয়েক দিনের মধ্যে নীরব শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে যায়। এই বৃত্তির আওতায় নীরব এখন প্রতি মাসে ৫০০ টাকা পাচ্ছে'। সমাজের তৃণমূলে অবহেলায় পড়ে থাকা এ সকল সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের খুঁজে বের করেছেন যে সুচরিতা ও সুব্রত, তারাও সে রকম একটি পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীরই অংশ। এভাবেই কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে যুব সম্প্রদায় স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোকে প্রভাবিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে।

নিশ্চিত হচ্ছে লৈঙ্গিক সমতা

কমিউনিটি রেডিওতে গ্রামীণ জনপদের যুবতীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। সবগুলো রেডিওতেই সমাজের নারীরা নিজস্ব কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছেন। পুরুষ সহকর্মীদের পাশাপাশি রেডিওগুলোতে নারীরা সমানতালে কাজ করে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলছেন। এমনকি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদ যেমন, স্টেশন ম্যানেজার, সংবাদ ও অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান হচ্ছেন নারীরা, যারা ওই কমিউনিটি রেডিওর মানুষ। বর্তমানে ৬টি কমিউনিটি রেডিওর স্টেশন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছেন নারীরা। গ্রামের যে সাধারণ নারীদের কাছে এক সময় প্রযুক্তি ছিলো ভীতির বিষয়, তারাই এখন রেডিও স্টেশনের নানারকম যন্ত্রপাতি পরিচালনা করছেন। কম্পিউটারে দক্ষ হয়ে উঠছেন। নারীরা রেডিও স্টেশনের মিক্সচার মেশিন চালাচ্ছেন, কনসোল অপারেট করছেন, ছবি তুলছেন। এর ফলে স্টেশনে পুরুষ নির্ভরতা কমছে এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য কমে আসছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষ হচ্ছে যুব সম্প্রদায়

রেডিও মূলত একটি প্রযুক্তি নির্ভর গণমাধ্যম, যেখানে অ্যানটেনা, ট্রান্সমিটার, স্টুডিও যন্ত্রপাতি, রেকর্ডার, মাইক্রোফোন, কম্পিউটার ইত্যাদির প্রয়োজন হয় প্রতিনিয়ত। শুধু প্রযুক্তিগত সহায়তাই নয়, এসব যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও পাচ্ছে রেডিওর সম্প্রচারকারীরা। ফলে কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলোয়তে গড়ে উঠছে কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ এক ঝাঁক প্রযুক্তি নির্ভর যুব সম্প্রচারকারী।

যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রবণতা বেড়েছে

গত এক দশকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দ্রুততার সঙ্গে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার বেড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ যাওয়ার হারও বেড়েছে। ফলে বেড়েছে ইংরেজি শেখার প্রবণতা। কিন্তু দেশের বৈষম্যমূলক শিক্ষার কারণে তৃণমূলের মানুষের পক্ষে কার্যকর ও যোগাযোগ বান্ধব ইংরেজি শেখা সম্ভব হয় না। এই বাস্তবতায় পলি অঞ্চলের মাধ্যমিক পর্যায়ের তরুণ শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়াতে কমিউনিটি রেডিওগুলোতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ ছাড়া অফ লাইনেও যাতে শ্রোতারা ইংরেজি ভাষা শিখতে পারেন, সে জন্য প্রতিটি রেডিও স্টেশনে একটি নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যেখানে সমাজের জনগণ বসে রেডিওতে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো পুনরায় শুনতে এবং অনুশীলন করতে পারেন। বর্তমানে ১৭টি রেডিওতে ইংরেজি

এই ব্রিফটি প্রস্তুত করেছে বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) (www.bnnrc.net)। বিএনএনআরসি এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

ব্রিফটিতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের। এই মতামত কোনোভাবেই এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বা প্ল্যাটফর্ম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতামতের প্রতিফলন নয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্ল্যাটফর্মটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ৮৮টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

সচিবালয়: **সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা**
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net